ইউরোপে জাতিদাঙ্গা!

-বিপ্লব

ফ্রান্স জ্বলছে। অস্তিত্ববাদীদের দেশে, নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন। অবশ্য এরকমটাই হওয়ার কথা।

আমি সমাজবিজ্ঞানী নয়। কোন গবেষনাপত্র ছারা এরকম একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং কারণ বিশ্লেষন করা ঠিক নয়। তাই আমি বরং, ইটালিতে আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের জানাচ্ছি। হয়ত কিছু বুঝতে সুবিধা হবে।

গবেষক ছাত্র হিসাবে এক সময় উত্তর ইটালীর টুরিন শহরে ছিলাম বেশ কয়েক মাস। থাকতাম এক ক্যাথলিক হস্টেলে। এই সময় এই শহরে থাকা কিছু বাংলাদেশী যুবকের সাথে আমার পরিচয় হয়। প্রায় শদুয়েক বাংলাদেশী অবৈধ অভিবাসী থাকত তখন টুরিনে। রোমে ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার বাংলাদেশী, যাদের অনেকেই বৈধ হয়ে গেছে এখন।

ফ্রান্স, ইটালী এবং জার্মানীর অভিবাসন নীতি খুবই গোলমেলে। এই যুবকদের সাথে পরিচয় না হলে আমি জানতাম না।

প্রথমত, এই সব দেশে এদের ছেলে মেয়ে জন্মালেই নাগরিক হয় না। যেমনটা হয় আমেরিকায়। বাবা বা মায়ের মধ্যে কেও একজনকে ইটালিয়ান বা জার্মান হতে হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই সব দেশে কেও অনাগরিক থাকতে পারে। তবে বৈধ অনাগরিক হবে।

দ্বিতীয়ত বৈধ ব্যাপারটাও গোলমেলে। ইটালিতে অবৈধ ভাবে আসার অনেক উপায় আছে। কেও কেও দক্ষিন ইটালীতে পিপে বন্দী হয়ে আসে। পিপের মধ্যে আক্সিজেন সাপ্লাই করা হয়। তারপরে জাহাজের ডেক থেকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয় মানুষ ভর্তি পিপে। পিপেগুলো চালান হয় মাফিয়াদের মাছ ধরার নৌকায়! টোটাল টাইম দশদিন। হ্যাঁ দশ দিন না খেয়ে পিপের মধ্যে অন্ধকারে থাকা। এবং এটা কোন গল্প না,বেশ কয়েকজন যারা এইভাবে এসেছে, তাদের কাছ থেকে শোনা। ফাস্ট হ্যান্ড স্টোরী। কেও পোলান্ড, আলবেনিয়া দিয়ে শীতকালে দশদিন বরফের মধ্যে হেঁটে ঢোকে। অনেকেই পায়ের আঙুল হারায়। আমি এরকম কয়েক জনকে স্বচক্ষে দেখেছি, যাদের পায়ে কোন আঙুল নেই। ইটালীতে অবৈধ ভাবে আসার পর পুলিশে ধরা দিতে হয়। সবাই সাধারণত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাকেই দায়ী করে পলিটিকাল আসাইলাম খোঁজে। বছর তিন, চার বাদে সেটাও মিলে যায়। কিন্তু সেই পরিচয়পত্রে বাংলাদেশ থেকে তাদের বৌদের আনতে পারে না! সেটা করতে গেলে রেসিডেন্ট স্টাটাস লাগে। মানে কোন নাগরিককে বিয়ে করে থাকতে হয় তিন বছর। সেটার জন্য সমাধান হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ-টাকা দিয়ে বিয়ে করা। অনেকেই সেটা করে। কেও কেও ক্যাথোলিক হয়ে

গিয়ে, সত্যিকারের বিয়ে করে নেয়। সাধারণত ইটালিয়ানরা গোঁড়া ক্যাথলিক, এবং তাদেরকে বিয়ে করতে গেলে আপনাকে ক্যাথলিক হতেই হবে!

কেন এত কস্ট করে আসা? এরা কেওই খুব গরীব নয়, কারণ মাফিয়াদের প্রায় ৩-৪ লক্ষটাকা দিয়ে, ঘটি বাটি বেচে তবে এরা আসে। প্রায় সবারই ব্যাচেলর বা মাস্টার ডিগ্রি আছে। কিন্ত ভবিষ্যত নেই। ১০×৮ ফুটের চিলেতে ছয় সাত জন থাকে। তিনজন করে শুতে পারে। একটা দল দিনে শোয়, আরেক দল রাত্রে। তারপরেও সারারাত ফুল ফেরী করে, মাসের শেষে দুয়েকশো ডলার দেশে পাঠায়। কেও নিজের স্ত্রীকে দেখে নি তিন বছর, কেও বাচ্চাকে দেখে নি কয়েক বছর।

আফ্রিকান অভিবাসীদের মধ্যে ক্রিমিনাল অনেক, কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে এরম কাওকে পাবেন না। সবাই ফুল, এটা সেটা বেচে, জীবন ধারণের চেস্টা করছে। তার মধ্যে, মাঝে মাঝে পুলিশ সেটাও কেড়ে নেয়।ড্রাগ বিক্রেতা সন্দেহে। পুলিশের ধারণা এদের সবাই চোর, ড্রাগপেডলার। একদিন আমি কয়েকজন বাংলাদেশি বন্ধুদের সাথে পো নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ পুলিশে পরিচয়পত্র দেখতে চাইল। ওরা সবাই জানে এমন হয়, তাই সবসময় ওদের কাছে থাকে পুলিশের কাগজ পত্র। পাসপোর্ট নিয়ে ঘোরাফেরা করা অবমাননা বলে মনে করি, ওই কাজটি কখনো করি না। এতেব পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ। জানালাম আমি টুরিন পলিটেকনিকে গবেষনার কাজে এসেছি। পরের প্রশ্ন, তাই যদি হয় তো আমি এদের সাথে কি করছি? (ইটালিয়ানদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজী বোঝে না। একজন অফিসার ইংরেজী বুঝত, তার সাথেই কথাবার্তা হচ্ছিল।)

আমি বললাম এরা ক্রিমিনাল নাকি? নাকি এদের সাথে বেড়ানোটা অপরাধ?

তাতেও কিছু হলো না। আমার কাছে রেসিডেনসিয়াল আড্রেস চাইল। যেখানে থাকতাম, সেটা ছিল বিখ্যাত অভিজাত হস্টেল। এবার ফাদারের নাম বলায় চিরে ভিজল। পরে দুলাইন উপদেশ, এরা ড্রাগপেডলার, এদের সাথে ঘুরলে পুলিশে কিন্তু ধরবে!

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ইউরোপে লোক কমে যাচ্ছে। একজন আমেরিকান মহিলা গড়ে 2.8 টি সন্তানের জন্ম দেয়, সেখানে ইটালীতে এটা ছিল 1.6 । ফার্টালিটি রেট খুব কম। গড়ে পঁয়ত্রিশ বছরের পরে সেখানকার মেয়েরা প্রথম সন্তান ধারণ করে। মেয়েদের অনেকেই সন্তান ধারণে ইচ্ছুক নয়।

এতেব কাজের লোক কোথায় পাবে? এই সব অবৈধ আভিবাসীদের দিয়ে অবৈধ ভাবে নানান ছোট খাটো ফ্যাক্ট্রেরীতে কাজ করানো হয়। যেমন খুশি মাইনা কাটা হয়- বৈধ ব্যাপারতো নয়। তাই লেবার প্রটেকশন নেই। এটা অবশ্য আমেরিকাতেই দেখেছি। ইটালীর যে সব মাফিয়া এদের আনে, তারা পুলিশকে যথেস্টই টাকা দেয়। শোনা যায় ইটালিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের পরোক্ষ সমর্থনে এই

মানুষপাচারকারী মাফিয়াদের পুলিশ নাকি ধরতে পারে না!

পূর্ব ইউরোপের অভিবাসীদের কাছে এটা সমস্যা না। ওরা আসে এবং বিয়ে করে ইটালিয়ান হয়ে যায়। কারণ ধর্মের বাধা নেই।

অন্যদের ভিক্ষায় এবং দয়ায় বেঁচে থাকায় আমার বিশ্বাস নেই। তাই যদিও এটা সত্য যে, ইউরোপের অভিবাসন নীতিই এই দাঙ্গার মূল কারণ, আমি নিজেদের দিকেই তাকাব। অন্যদের দোষ দিয়ে পৃথিবীতে হিংসা এবং ঈর্ষাবৃত্তি নিবারন হয়, আত্মউন্নতি হয় না। সত্যটা এই যে, আমাদের দেশের লোকেদের, অন্যদেশে কাজ করতে হচ্ছে । এবং আমিও তাদের একজন। আমি এদের আলাদা কেও নই।

কারণ আমরা পিছিয়ে আছি। কেন পিছিয়ে আছি? কারণ আমাদের দেশের আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। মূল কারণ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধর্মের গন্ধ-যা মানুষকে তার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত নিতে দিচ্ছে না। ফলে এই সমাজের অর্থনীতি খুব দুর্বল এবং দুর্নীতির পাহাড় জমেছে। একে ধর্মের কোপে অস্থির, তার ওপর যোগ হয়েছে কিছু ভন্ড মার্ক্সবাদীদের ফ্রি লাঞ্চের প্রতিশ্রুতি। তাই স্বাভাবিক নিয়মে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের উত্তরোন না হয়ে, একটা সামন্ত্র-সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। সব মিলিয়ে দেশ জুরে কালো পাঁক।

এই মূহুর্তে এই পাঁক থেকে উদ্ধার পেতে গেলে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুঁজির বিনিয়োগ চাই। উন্নতমানের ধনতন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ছারা আমাদের জন্য বিদেশিদের হাতে লাঞ্ছনা এবং বিদ্বেশই অপেক্ষা করছে। সমাজে পুঁজি এবং উৎপাদনের বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত,সমাজতান্ত্রিক ধারণাগুলি বুক শেলফে রাখাই ভালো। পশ্চিমবঙ্গের কমুনিউস্ট মুখ্যমন্ত্রী এই পথেই হাঁটছেন। এটাই যা আশার আলো।

ক্যালিফোর্নিয়া
১১/৯/০৫